

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৮০৯

১/ বিবিধ

আরবী

أنزل الله إلي جبريل في أحسن ما كان يأتي صورة فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام يا محمد! ويقول لك: إني أو حيت إلى الدنيا أن تمرري وتكدرى وتضيقي وتشددي على أوليائي، كي يحبوا لقائي، وتسهلي وتوسعي وتطبيبي لأعدائي، حتى يكرهو القائي، فإن خلقتها سجنًا لأوليائي، وجنة لأعدائي
منكر

رواه الطبراني، وعنه ابن المرزبان في " الفوائد " (1 / 2) وابن عساكر في " التاريخ " (17 / 409 / 1 - 2) من طريق البيهقي وهذا في " الشعب "، قال الطبراني: حدثنا الوليد بن حماد الرملي: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن الفضل (الأصل المفضل وهو خطأ) بن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: حدثني أبي، الفضل عن أبيه عاصم عن أبيه عن قتادة بن النعمان مرفوعاً. وقال البيهقي: " لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيهم مجاهيل ". وأورده السيوطي في " اللآلئ " (ص 506) شاهداً للحديث الذي قبله

ومن غرائبه أنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي فقط دون رواية الطبراني! والمجاهيل الذين أشار إليهم البيهقي هم الفضل بن عاصم، وابنه عبد الله، وشيخ الطبراني الوليد الرملي، وقد أورده الحافظ ابن حجر في " اللسان " وساق له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، إشارة منه إلى أنه مجهول، ولكنه قال: أخرجه الطبراني عن الوليد، وقد أشار العلائي في " الموشى " إلى أن عبد الله وأباه لا

يعرفان ". قلت: وفي متن الحديث عندي نكارة ظاهرة، والله أعلم، ثم رأيت الحديث في " المجموع " (6 / 76 / 1) ساق فيه كاتبه إسناد الحديث نقلًا عن الطبراني كما في " اللآليء مع التصحيح الذي ذكرناه في اسم الفضل "

বাংলা

৮০৯। আল্লাহ তা'আল জিবরীলকে আমার নিকট সব চেয়ে সুন্দর আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর সালাম প্রেরণ করে বলেছেনঃ আমি দুনিয়ার নিকট ওহী করে তাকে আমার ওয়ালীদের জন্য তিজ্জ, ময়লা যুক্ত, সংকীর্ণ এবং কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। যাতে করে তারা আমার সাক্ষাৎ প্রাপ্তিকে ভালবাসে। আর সহজ, প্রসস্ত ও সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যাও আমার দুশমনদের জন্য। যাতে করে তারা আমার সাক্ষাৎ লাভকে অপছন্দ করে। কারণ আমি দুনিয়াকে আমার বন্ধুদের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর আমার দুশমনদের জন্য জান্নাত স্বরূপ সৃষ্টি করেছি।

হাদীছটি মুনকার।

এটি তাবারানী ও তার থেকে ইবনুল মারযুবান "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১৭/৪০৯/১-২) গ্রন্থে বাইহাকীর "আশ-শু'আব" গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেনঃ হাদীছটি ওয়ালীদ ইবনু হাম্মাদ আর-রামালী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনুল ফায়ল ইবনে আসেম হতে তিনি তার পিতা ফায়ল হতে তিনি তার পিতা আসেম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেনঃ এ হাদীছটি একমাত্র এ সনদেই আমরা লিখেছি। তাদের মধ্যে বহু মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন। সুযুতী হাদীছটি "আল-লাআলী" (পৃঃ ৫০৬) গ্রন্থে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি "আল-জামেউস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বাইহাকীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। যে সব মাজহুল বর্ণনাকারীদের দিকে বাইহাকী ইঙ্গিত করেছেন, তারা হচ্ছেন ফায়ল ইবনু আসেম, তার ছেলে আব্দুল্লাহ এবং তাবরানীর শাইখ ওয়ালীদ আর-রামালী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীছটির ভাষাতেও সুস্পষ্ট মুনকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদিসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71688>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন